



97011 - দামী আতর কনো ক' অপচয় হসিবে গণ্য হব?

প্রশ্ন

দামী আতর কনো ক' অপচয় হসিবে গণ্য হব?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

সুগন্ধিও আতর দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রী ও শোভা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, দুনিয়ার ভোগ্য জনিসিরে মধ্য আতর তাঁর কাছে প্রয়। আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদের দুনিয়ার মধ্য আমার কাছে প্রয় হচ্ছে: নারী, সুগন্ধি। আর আমার চক্ষুর শীতলতা হচ্ছে নামাযে।” [সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), আলবানী ‘সহহিন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

নিসন্দহে বাস্তবতা হচ্ছে: সস্তা দামরে সুগন্ধি চয়ে উচ্চমূল্যের সুগন্ধি ঘ্রাণ ভালো এবং থাকে দীর্ঘক্ষণ। এ কারণে দামী সুগন্ধি কনো অপচয় হসিবে গণ্য হব না। তবে নমিনোকত অবস্থায় সুগন্ধি কনো থেকে বাধা দয়ো হব:

ক. ঐ সুগন্ধি কনোর মত অর্থ তার কাছে না থাকা। সটে কনোর জন্য ঋণ করা কথিবা কনোর মত অর্থেরে মালকি হলও ঐ অর্থ দিয়ে সুগন্ধি কনিলে যদি যাদরে খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যক তাদরে ক্ষতি হয়।

খ. ঐ সুগন্ধি মাধ্যমে যদি গর্ব, অহংকার ও বড়াই এর ইচ্ছা করে।

গ. অপ্য়য়োজনে বেশি পরমাণে কনো।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহি আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

এ দনিগুলোতে অনকে ভোজানুষ্ঠান ও বয়সোদীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ সুগন্ধি কাঠ খরদিে ব্যাপক খরচ করে। এমন ক' এর মূল্য কল্পনার অতীত অংকে গয়ি পৌঁছে। যদি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেসে করা হয় তখন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত দিয়ে দললি দিয়ে যে, “যদি কোন ব্যক্তি সুগন্ধি ক্রয় করতে গয়ি তার সকল অর্থ ব্যয় করে ফলে সে অপচয়কারী হব না”। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ক' আল্লাহ্ আপনাকে তাওফিক দনি।



তিনি জবাবে বলেন:

আমাদের কথা হলো: সুগন্ধি প্রিয় এতে কোন সন্দেহ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে প্রিয় হচ্ছে: নারী, সুগন্ধি। আর আমার চক্ষুর শীতলতা হচ্ছে নামাযে।” [সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), আলবানী ‘সহিহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহি বলছেন] প্রকৃত কথা হচ্ছে: যদি সুগন্ধি মূল্য মাত্রাতরিকিত না হয় তাহলে এটি খরিদি করাতে অপচয় নেই। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ যদি এই স্থানে ধাপে ধাপে লোকেরো হাযরি হয়; আর যখনই কোন নতুন দল আসে তখনই তাদের জন্য সুগন্ধি পশে করা হয় তাহলে এতে অপচয় নেই। যদিও এটি প্রথম দলের জন্য পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে এটি অপচয় নয়। কেননা শেষের সুগন্ধি শেষে আসা দলটির জন্য। আমরা বলব: এতে কোন অপচয় নেই। আর যদি অনেকে বেশি সুগন্ধি নিয়ে আসে এবং মজলসিরে সময় দীর্ঘ হওয়া সত্বেও মজলসি চলাকালীন গোটো সময়টায় সুগন্ধি জ্বালিয়ে রাখা; অথচ এর প্রয়োজন নেই; তাহলে এটি অপচয় হবে।

[আল-লক্বিবা আশ-শাহরি (৩৭/প্রশ্ন নং ১৬)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয়: জনকৈ আলমে বলেন: অপচয়ের বিষয়টি আপেক্ষিক। তিনি বলেন: সুগন্ধি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি আপেক্ষিক। তাই কোন ব্যক্তি যত বেশি সুগন্ধি ক্রয় করুক না কেন এতে অপচয় নেই। এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা রয়েছে।

জবাবে তিনি বলেন:

ইবাদত শ্রণীয় বিষয়ে অপচয় কোন আপেক্ষিক বিষয় নয়। কেননা তা শরয়িতরে পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ু করছেন; একবার করে, দুইবার করে, তিনবার করে। তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি এর চয়ে বাড়াবে সে সীমালঙ্ঘন করল ও অন্যায় করল।”

পক্ষান্তরে, অভ্যাস শ্রণীয় বিষয়ে অপচয় একটি আপেক্ষিক বিষয়। কোন একটি বিষয় বিশেষ কোন শ্রণীয় মানুষের জন্য অপচয়; আবার অপর শ্রণীয় মানুষের জন্য অপচয় নয়। কোন বিশেষ দেশের মানুষের জন্য অপচয়; আবার অন্য কোন দেশের মানুষের জন্য অপচয় নয়। এটি আপেক্ষিক বিষয়। এটি জানার নীতি হলো: “অপচয় মানে সীমা অতিক্রম”।

আর সুগন্ধি ব্যাপারে কথা হলো: “নিসন্দেহে কোন মানুষ যদি বিত্বিত্বান হয় এবং তিনি যদি ভালমানেরে দামী সুগন্ধি খরিদি করলে তাহলে সটে অপচয় হিসেবে গণ্য হবে না। বিশেষতঃ ভালমানেরে সুগন্ধি ঘ্রাণ দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং ঘ্রাণ ভালো হয়। আর যদি মধ্যবিত্ত শ্রণী ও গরীব শ্রণীর মানুষ হয়: তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য এ ধরণের সুগন্ধি ক্রয় করা অপচয় হিসেবে গণ্য হবে।

[লক্বিআতুল বাব আল-মাফতুহ (৮/প্রশ্ন নং ২৪)]



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।